প্রথম আলো
তারিখ ... NOV. 1 1. 2006
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা

আগে পেরোতে হবে নিবন্ধন পরীক্ষার বাধা

আরাফাত শাহরিয়ার

মাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক ও বেসরকারি কলেজ বা মাদ্রাসার প্রভাষক পদে আগে শিক্ষাগত যোগ্যতা আর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই নিয়োগ দেওয়া হতো। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে, অনেক সময় অযোগ্য প্রার্থীদেরও শিক্ষকতায় নিয়োগ দেওয়ার ঘটনা ঘটত প্রায়ই। বাদ পড়ে যেতেন অনেক মেধাবী প্রার্থী। বর্তমানে বেসরকারি স্কুল, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কলেজের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রণয়ন করা হয়েছে নতুন একটি আইন। এখন শিক্ষকতা শুরু করতে লাগবে একটি অতিরিক্ত যোগ্যতা। তা হলো নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। এ পরীক্ষায় পাস না করলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বা প্রভাষক পদে যোগ দেওয়া যাবে না।

কী এই নিবন্ধন

বেসরকারি স্কুল ও কলেজে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগদানের জন্য একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত শিক্ষকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, নিবন্ধিত ও প্রত্যয়নকৃত না হলে কোনো চাকরিপ্রার্থী কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না। তবে এ আইন বলবৎ হওয়ার আগে পাঠদানে অনুমতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেলায় এ আইন প্রযোজ্য হবে না। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার মাধ্যমে নিবন্ধনের জন্য প্রার্থী বাছাই করে তালিকা প্রকাশ করবে। বাছাইকৃত প্রার্থীদের নিবন্ধন করে একটি প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হবে।

নিবন্ধন পরীক্ষার পাঠ্যক্রম

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (শিক্ষা মন্ত্রণালয়) নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য আবশ্যিকসহ মোট ২৩টি বিষয় রাখা হয়েছে। এ ছাড়া কারিগরি শিক্ষা (ট্রেড) স্তরের শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য ২৮টি, বেসরকারি কলেজ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য আবশ্যিকসহ মোট ৩৩টি বিষয়, বেসরকারি আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার প্রভাষক পদে নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য একটি (আরবি) ও কারিগরি শিক্ষকদের এইচএসসি পর্যায়ের (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা)

বেসরকারি স্কুল বা কলেজে শিক্ষকতা করতে চাইলে এখন আগে একটি পরীক্ষায় পাস করতে হবে প্রার্থীদের

হিসেবে নেওয়া যাবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি ও মানবণ্টন

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক পদে নিবন্ধনের জন্য প্রতি বছর দেশের ছয়টি বিভাগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক পদে (বেসরকারি স্কুল বা কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক ও মাদ্রাসার সহকারী বা জুনিয়র মৌলভী) এবং কলেজ বা আলিম/ফাজিল মাদ্রাসার প্রভাষক পদে নিবন্ধনের

২০০ নম্বরের ১০০ নম্বর থাকবে আবশ্যিক (বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান) বিষয়ে। আবশ্যিক অংশে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান প্রতিটি বিষয়ে ২৫ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বর থাকবে। বাকি ১০০ নম্বর থাকবে ঐচ্ছিক বিষয়ে।

প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রে রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত (নৈর্ব্যক্তিক) দুটি অংশ থাকবে। পাঁচটি রচনামূলক প্রশ্নের মান হবে ১৫ নম্বর করে মোট ৭৫ নম্বর। পাঁচটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মান হবে ... প্রতিটি প্রশ্নের একটি করে অথবা

দুটি স্তরে আলাদা পরীক্ষা

মাধ্যমিক স্তরের সহকারী শিক্ষক পদে নিবন্ধনের জন্য ও কলেজ বা মাদ্রাসার প্রভাষক পদে নিবন্ধনের জন্য আলাদা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ যারা মাধ্যমিক স্তরের কোনো বিদ্যালয়, মাদ্রাসা বা কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক পদে নিবন্ধনে আগ্রহী তাদেরকে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আবার যারা উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ কলেজ, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা আলিম/ফাজিল মাদ্রাসার প্রভাষক পদে নিবন্ধনে ইচ্ছুক তাদেরকে আলাদাভাবে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। মাধ্যমিক স্তরের নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিবন্ধিত ও প্রত্যয়িত না হলে কেউ স্কুল, দাখিল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না। অন্যদিকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিবন্ধিত ও প্রত্যয়িত না হলে কেউ কলেজ বা মাদ্রাসার প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

পরীক্ষার জন্য চাই প্রস্তুতি

আগেই বলা হয়েছে নিবন্ধিত ও প্রত্যয়িত না হলে কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বা প্রভাষক পদে কেউ যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

তাই যারা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে চান, নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নিবন্ধিত হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো পথ খোলা নেই। আর নিবন্ধিত হতে হলে নিবন্ধিত পরীক্ষায় পাস করতে হবে।

এর জন্য চাই প্রস্তুতি। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যক্রম অনুসারে নিবন্ধন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে। বাজারে বিষয়ভিত্তিক বইও বের হয়েছে। আপনি আপনার চাহিদা অনুসারে বই কিনতে পারেন।

আর নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করা কঠিন কোনো ব্যাপার নয়, তাই এ পরীক্ষা নিয়ে বেশি চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই।